67

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 28 FEB 1998
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৮

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

ছাত্র ইউনিয়নের মিছিলে ছাত্র লীগের হামলা ঃ কয়েকজন আহত ঃ উত্তেজনা

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ঃ মুজিববাদী ছাত্র লীগ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সন্ত্রাসীরা গত বৃহস্পতিবার রাতে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্র ইউনিয়নের মিছিলের উপর হামলা চালিয়ে বেশ ক'জন নেতা-কর্মীকে আহত করেছে। আহতদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি সৈকত শুভ্র আইচ মনন (নৃবিজ্ঞান ৩য় বর্ষ), ছাত্র ইউনিয়ন কর্মী আহসান হাবীব রিয়াদ (ইতিহাস ২য় বর্ষ) এবং ছাত্র ফ্রন্টের শিমুল (ভূগোল ২য় বর্ষ) অন্যতম। উল্লেখ্য যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের হল প্রভোস্ট কমিটি কয়েকদিন আগে হলসমূহের ডাইনিং-এ মিলচার্জ বৃদ্ধি করার এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ সিদ্ধান্ত মোতাবেক মিলচার্জ ৭ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৮ টাকা নির্ধারণ করা হয় এবং এ খবর ছাত্র-ছাত্রীদের জানানোর জন্য প্রতিটি রুমে মিলচার্জ বৃদ্ধির একটি লিফলেট পৌঁছানো হয়। যদি এ সিদ্ধান্তের কথা হলসমূহের ছাত্র সংগঠনগুলোর নেতৃবৃন্দ কেউ জানেন না, এমন কি সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরাও। এ লিফলেট হাতে পাবার পর ছাত্র ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ মওলানা ভাসানী হলে রাত ১০-৩০—১১টার দিকে মিলিত হয় এবং একটি প্রতিবাদ মিছিল বের করে।

১১-এর পৃঃ ৮-এর কঃ দেখুন

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মিছিলটি হল প্রদক্ষিণ শেষে সমাবেশকালে ছাত্র লীগ সে সমাবেশের উপর হামলা চালায়। ছাত্র লীগ দাবী করেছে যে, তাদের সংগঠনের হুকুম না নিয়ে ইউনিয়ন মিছিল বের করা ঠিক করেননি। এছাড়া সাধারণ ছাত্রদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটিয়েছে এ মিছিল। সর্বোপরি ছাত্র লীগ বলেছে যে, মিলচার্জ বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলনের ব্যাপারে তাদেরকে পাশ কাটিয়ে ছাত্র ইউনিয়ন একাই ক্রেডিট নেয়ার জন্য এত রাতে এ মিছিলের আয়োজন করেছে। তা কোন মতেই হতে দেয়া যায় না। সুতরাং মুজিববাদী ছাত্র লীগের এ সন্ত্রাসী সৈনিকরা ছাত্র ইউনিয়ন নেতা-কর্মীদের উপর হামলা চালায় এবং মারধর করে। এক পর্যায়ে উভয় সংগঠনের নেতা-কর্মীরা হল গেটের কাছে মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। কিন্তু ছাত্র ইউনিয়নের কর্মী বাহিনী কম থাকায় তারা ছাত্র লীগ সন্ত্রাসীদের কাছে কোন পাত্তাই পায়নি। লীগ সন্ত্রাসীরা এক পর্যায়ে হল গেট বন্ধ করে দেয় এবং ছাত্র ইউনিয়ন নেতা-কর্মীদের জিম্মি করে রাখে। এ সময় গেস্ট রুমে গুরুতর আহত ইউনিয়ন কর্মী রিয়াদ কাতরাতে থাকে। ছাত্র লীগের সন্ত্রাসীরা প্রথমে তাকে হাসপাতালে পাঠাতেও বাধা দেয়। পরে অবশ্য তাকে হাসপাতালে পাঠানো হয়। ছাত্র লীগের এ কর্মকাণ্ডের সময় বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্র লীগ সভাপতি শেখ নূরুজ্জামান ও সাবেক সভাপতি মহিবুল্লা ভাসানী হলে অবস্থান করছিলেন। ছাত্রলীগের এ হামলার খবর ক্যাম্পাসের অন্যান্য হলে পৌঁছলে বিভিন্ন হল থেকে ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্র ফেডারেশন ও ছাত্র ফ্রন্টের নেতা-কর্মীরা ভাসানী হলে ছুটে আসে এবং অল্প সময়ের মধ্যেই তারা গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্য গঠন করে। ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্যের নেতৃবৃন্দকে আলোচনায় বসতে বললে তারা তাতে রাজি না হয়ে রাত ১টার পর ক্যাম্পাসে মিছিল বের করে। ছাত্র ইউনিয়ন গতকাল (শুক্রবার) সকালেও ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে জবাব ও সুবিচার চেয়ে মিছিল ও সমাবেশ করেছে।

উল্লেখ্য যে, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে শক্তিশালী ছাত্র সংগঠন মুজিববাদী ছাত্রলীগ বেশ চাপের মধ্যে রয়েছে। দীর্ঘ ৮/৯ মাস আগে কাউন্সিল সম্পন্ন হলেও এ যাবত পূর্ণাঙ্গ কমিটি ছাত্রলীগ ঘোষণা করতে পারেনি। হলসমূহে বর্তমানে বহিরাগতদের আনাগোনা দারুণভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। যে বহিরাগতরা ক্যাম্পাসের স্বাভাবিক পরিবেশ নষ্ট করছে। যার প্রমাণ গত বৃহস্পতিবার দুপুরে ৩ জন বহিরাগত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল ও কলেজের এক ক্রীড়ানুষ্ঠানে কয়েকজন ছাত্রীকে উত্যক্ত করে এবং এক দোকানে বাকিতে খাবার খায়। যে কারণে এক পর্যায়ে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী ও জনগণ এদের উপর অতিষ্ঠ হয়ে ধাওয়া করে এবং বিশ্ববিদ্যালয় চৌকীর কাছে এদের ধরে বেধম মারধর করে এবং পুলিশের কাছে সোপর্দ করে। এ ৩ জনের নাম হলো– ইকবাল, লিটন ও সেলিম। এরা কামাল উদ্দিন হলের ২৩৯ নম্বর রুমে ঈদের আগ থেকে অবস্থান করছে। হলগুলোতে বহিরাগতদের আগমনকে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা ভাল চোখে দেখছে না। অনেকেই এটাকে ছাত্রলীগের দুর্বল অবস্থা বলে মন্তব্য করেছেন।